

মূল শব্দাবলীঃ

রমযান

রূপান্তর

ধৈর্য

আকাঙ্ক্ষা



Majlis Ugama Islam Singapura

Friday Sermon

20 February 2026 / 2 Ramadan 1447H

রমযানঃ একজন মুমিনের রূপান্তর লাভের যাত্রা

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِلْإِسْلَامِ، وَوَفَّقَنَا لِإِتْرَاكِ شَهْرِ الصِّيَامِ وَالْقِيَامِ،
وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْمَلِكُ الْعَلَّامُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ
سَيِّدُ الْأَنْبَاءِ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ خَيْرٍ مَنْ صَلَّى وَصَامَ،
وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ الْكِرَامِ. أَمَا بَعْدُ، فَيَا عِبَادَ اللَّهِ، اتَّقُوا اللَّهَ. قَالَ جَلَّ
فِي عُلَاهُ: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ
مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ.

যুমরাতুল মুমিনিন রাহিকুমুল্লাহ,

আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তা'আলার প্রতি প্রকৃত সচেতনতার সাথে তাকওয়া অবলম্বন করুন। এই বরকতময় রমযান মাসকে স্বাগত জানাতে গিয়ে আসুন আমরা আমাদের তাকওয়াকে আরও দৃঢ় ও মজবুত করি। আমরা যেন আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তা'আলার নিকট সত্যিকার অর্থে মুত্তাকীদের অন্তর্ভুক্ত হতে পারি।

মহান আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তা'আলার অনুগ্রহপ্রাপ্ত সম্মানিত সুধী,

আমরা আজ এই রমযানে জীবিত আছি, শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ করছি, অথচ আমাদের কারও জন্যই আগামী দিন দেখার কোনো নিশ্চয়তা নেই। এই দিনটিকে দেখতে পাওয়া নিঃসন্দেহে আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া

তা‘আলার পক্ষ থেকে এক মহা নিয়ামত—রব্বুল ‘ইজ্জাহর নিকট স্থায়ী সাফল্য অর্জনের আরেকটি সোনালী সুযোগ।

আসুন, আমরা সংকল্প করি—এই রমযানকে আমাদের জীবনের সর্বোত্তম রমযান হিসেবে গড়ে তুলব। এমন এক রমযান, যা আমাদের আমলের পাল্লায় ভারী হবে এবং আমাদের ইবাদতের গুণগত ও পরিমাণগত মানকে আসমান ও জমিনের বিস্তৃতির সমান উচ্চতায় উন্নীত করবে।

হ্যাঁ, প্রিয় ভাইয়েরা, আসমান ও জমিনের মতোই বিস্তৃত—যদি তা সত্যিকার অর্থে সজাগ অন্তরের বিশ্বাসীদের দ্বারা যথাযথভাবে কাজে লাগানো হয়; যেমনটি প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি সহিহ হাদিসে বর্ণনা করেছেন, যা ইবন মাজাহ রহিমাহুল্লাহ বর্ণনা করেছেন।

প্রিয় ভাইয়েরা,

রমযানের শুরুতে আমাদের অনেকেই এখনো মানিয়ে নেওয়ার পর্যায়ে আছি—দিবালোকে রৌদ্রের তাপে খাদ্য ও পানীয় থেকে বিরত থাকছি। নিঃসন্দেহে রোজা ধৈর্যের দাবি রাখে। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইমাম আত-তিরমিযী রহিমাহুল্লাহ বর্ণিত একটি হাদিসে বলেছেন, যার অর্থ: “রোজা হলো ধৈর্যের অর্ধেকখানি অংশ।”

রোজা ও ধৈর্যের মধ্যে সম্পর্ক কী? বিষয়টি অনুধাবনের জন্য আমরা চতুর্থ হিজরি শতাব্দীর বিশিষ্ট আলেম আবু ‘আব্দিল্লাহ আল-হালিমী আশ-শাফি‘ঈ রহিমাহুল্লাহর ব্যাখ্যার দিকে দৃষ্টি দিতে পারি। তাঁর গ্রন্থ *আল-মিনহাজ ফি শু‘আব আল-ঈমান* এ তিনি উল্লেখ করেছেন যে, প্রতিটি ইবাদতের মধ্যেই দুটি দিক রয়েছে: কিছু করা এবং কিছু থেকে বিরত থাকা।

যখন একজন ব্যক্তি রোজা রাখে, তখন সে তার নফসের চাহিদা ও প্রবৃত্তিকে সংযত করে—এটি ধৈর্যের একটি রূপ। আর যখন সে আল্লাহর নির্দেশ পালন ও ফরয বিধানসমূহ আদায়ে সচেষ্টিত হয়, সেটিও ধৈর্যের আরেকটি রূপ।

এ থেকে আমরা উপসংহারে পৌঁছাতে পারি যে, রমযান হলো ধৈর্যের প্রশিক্ষণের মাস। দিনে আমরা খাদ্য, পানীয় এবং রোজা নষ্টকারী বিষয়সমূহ থেকে বিরত থাকার মাধ্যমে আত্মসংযমের শিক্ষা গ্রহণ করি। আর রাতে আমরা কুরআন তিলাওয়াত, কিয়ামুল্লাইলসহ বিভিন্ন ইবাদতের মাধ্যমে সময় পূর্ণ করে ধৈর্যের আরেক স্তরের অনুশীলন করি।

প্রথম: দায়িত্ববোধ গড়ে তোলা

রোজা আমাদেরকে আরও সচেতন ও দায়িত্বশীল হতে প্রশিক্ষণ দেয়—এই পূর্ণ উপলব্ধির সঙ্গে যে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আমাদের প্রতিটি কাজ সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত।

প্রিয় ভাইয়েরা, রমযানের দিনে আমরা আমাদের চোখের সামনে রাখা খাদ্য থেকেও বিরত থাকি, যদিও তা হালাল ও বৈধ। একটু ভেবে দেখুন—যখন আমরা হালাল জিনিস থেকেও আল্লাহর নির্দেশে নিজেদের সংযত রাখতে পারি, তখন স্পষ্টভাবে হারাম বিষয়গুলো পরিত্যাগ করা কি আমাদের জন্য আরও সহজ হওয়া উচিত নয়?

ধৈর্যের এই অনুশীলন আমাদেরকে আমাদের প্রবৃত্তি নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করার কথা—যেমন রাগ, অপচয় ও ক্ষতিকর লোভ। আসুন, আমরা যেন এমন না করি যে শুধু আমাদের পেটই ক্ষুধার্ত থাকবে, অথচ আমাদের নিয়ন্ত্রণহীন প্রবৃত্তি তৃপ্ত ও পরিপূর্ণ থাকবে।

দ্বিতীয়: বাহ্যিক চরিত্র পরিশুদ্ধ করা

রোজার মাধ্যমে অর্জিত ধৈর্য আমাদের কথা ও আচরণে আরও সতর্ক ও সংযত করে তোলে। আমরা আমাদের বাক্যে সচেতন হই, মন্দের জবাবে মন্দ দিই না, এবং যাচাই-বাছাই ছাড়া এমন কোনো তথ্য প্রচার করি না যা অপবাদ বা বিভ্রান্তির কারণ হতে পারে।

রমযান আমাদেরকে প্রতিটি সম্পর্ক ও পারস্পরিক আচরণে ধৈর্য চর্চা করতে, সহমর্মিতা গড়ে তুলতে এবং সর্বদা কল্যাণকে অগ্রাধিকার দিতে শিক্ষা দেয়। এর মাধ্যমে আমাদের বাহ্যিক চরিত্র হয়ে ওঠে পরিশুদ্ধ ঈমানের প্রতিফলন। এটি কেবল ব্যক্তিগত ইবাদতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না; বরং আমাদের আচার-আচরণ ও ব্যবহারের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায়। আর এগুলোই সত্যিকারের মুমিনের বৈশিষ্ট্য।

সম্মানিত সুধী,

আসুন, আমরা পূর্ণ ঈমানি সচেতনতা নিয়ে এই রমযানের সফর অতিক্রম করি। কেবল ক্ষুধা ও পিপাসা সহ্য করার মাধ্যমে নয়; বরং আত্মপরিবর্তন ও ধারাবাহিক আত্মউন্নয়নের লক্ষ্য নিয়ে এগিয়ে যাই।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আমাদের সকল গুনাহ ক্ষমা করুন এবং আমাদের জীবন ও আমলে বরকত দান করুন।

আমীন! ইয়া রাব্বাল আলামীন!!

بَارِكِ اللَّهُمَّ كُنَا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ،

بَارِكِ اللَّهُمَّ كُنَا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ،

بَارِكِ اللَّهُمَّ كُنَا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ.

أَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الْعَظِيمَ لِي وَلَكُمْ، فَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ
الرَّحِيمُ.

Second Sermon

الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَثِيرًا كَمَا أَمَرَ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَا بَعْدُ، فَيَا عِبَادَ اللَّهِ، اتَّقُوا اللَّهَ تَعَالَى فِيمَا أَمَرَ، وَانْتَهُوا عَمَّا نَهَى عَنْهُ وَزَجَرَ.

أَلَا صَلُّوا وَسَلِّمُوا عَلَى النَّبِيِّ الْمُصْطَفَى، فَقَدْ أَمَرَنَا اللَّهُ بِذَلِكَ حَيْثُ قَالَ فِي كِتَابِهِ الْعَزِيزِ: إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ.

وَارِضَ اللَّهُمَّ عَنِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمُهَدِّينَ سَادَاتِنَا أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيٍّ، وَعَنْ بَقِيَّةِ الصَّحَابَةِ وَالْقُرَابَةِ وَالتَّابِعِينَ، وَتَابِعِي التَّابِعِينَ، وَعَنَّا مَعَهُمْ وَفِيهِمْ بِرَحْمَتِكَ يَا رَحِيمَ الرَّاحِمِينَ.

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ، الْأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالْأَمْوَاتِ. اللَّهُمَّ ادْفَعْ عَنَّا الْبَلَاءَ وَالْوَبَاءَ وَالرُّلَازِلَ وَالْمِحْنَ، مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، عَن بَلَدِنَا خَاصَّةً، وَسَائِرِ الْبُلْدَانِ عَامَّةً، يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ. اللَّهُمَّ أَنْصُرْ إِخْوَانَنَا الْمُسْتَضْعِفِينَ فِي عَزَّةٍ وَفِي فِلِسْطِينَ وَفِي كُلِّ مَكَانٍ عَامَّةً، يَا رَحِيمَ الرَّاحِمِينَ. اللَّهُمَّ بَدِّلْ خَوْفَهُمْ أَمْنًا، وَحُزْرَهُمْ فَرَحًا، وَهَمَّهُمْ فَرَجًا، يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ. اللَّهُمَّ اكْتُبِ السَّلَامَ وَالسَّلَامَ وَالْأَمْنَ وَالْأَمَانَ لِلْعَالَمِ كُلِّهِ

وَلِلنَّاسِ أَجْمَعِينَ. رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً، وَقِنَا عَذَابَ
النَّارِ.

عِبَادَ اللَّهِ، إِنَّ اللَّهَ يُأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، وَيَنْهَى عَنِ
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ، يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، فَادْكُرُوا اللَّهَ الْعَظِيمَ
يَذْكُرْكُمْ، وَاشْكُرُوا عَلَى نِعْمِهِ يَزِدْكُمْ، وَاسْأَلُوهُ مِنْ فَضْلِهِ يُعْطِكُمْ، وَلَا تَكْفُرُوا
اللَّهُ أَكْبَرُ، وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ.